ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়িতে বিশাল সমাবেশ

১ম পাতার পর

এককালে চট্টগ্রামের বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থান করলেও পাহাড়িরা টিকতে না পেরে পিছু হটে আসতে বাধ্য হচ্ছে। রামগড়, ফেনী ভ্যালী, বান্দরবানের লামা, আলিকদমসহ বিভিন্ন অঞ্চল এখন পুরোপুরি সেটলারদের বেদখলে চলে গেছে। কখনো বনায়নের নামে, কখনো উন্নয়নের নামে কিংবা সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টির নামেও পাহাড়িদের যৌথ মালিকানাধীন হাজার হাজার একর জমি কেড়ে নেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিসত্তাগুলোর অস্তিত্ব এখন চরম হুমকির মুখে। এই জাতিসত্তাগুলোকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, বিএনপি - দেশের প্রত্যেকটি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ধারাবাহিকভাবে একটি নীতি বাস্তবায়ন করেছে। সেটা হলো এথনিক ক্লিনজিং বা জাতিসত্তার বিনাশসাধন।

বক্তাগণ বলেন, এবার প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। পাহাড়িদের প্রথাগত যৌথ মালিকানার স্বীকৃতি ছাড়া জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষা করা যাবে না। আর এই স্বীকৃতি আদায় করার জন্য দরকার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। একটি সুসংগঠিত ও আধুনিক পার্টির নেতৃত্বে আপামর জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন। একমাত্র ইউপিডিএফ-ই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে।

বক্তারা বলেন, ইউপিডিএফ কখনো আপোষ করেনি। এই পার্টি কারো দয়ায় গড়ে উঠেনি এবং কারোর ইশারায় কাজ করে না। এই পার্টি জনগণেরই পার্টি, জনগণই এই পার্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন। কোন অপশক্তি এই পার্টিকে নির্মূল করতে পারবে না। যারা ইউপিডিএফ-কে নির্মূলের দুঃসাহস দেখায় তারাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

নেতৃবৃন্দ সমাবেশে আসতে বাধা দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও সরকার মদদপুষ্ট জেএসএস-এর সশস্ত্র গ্রুপগুলোর কড়া সমালোচনা করেন। তারা বলেন, সেনাবাহিনী ও এই সশস্ত্র গ্রুপগুলোই পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের শান্তি হরণের জন্য একযোগে কাজ করছে।

বক্তারা বলেন, ইউপিডিএফ এর এই মহাসমাবেশ বানচাল করে দেয়ার জন্য জোট সরকার, সেনাবাহিনী ও জেএসএস সুগভীর ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের লড়াকু জনগণ তাদের এই মিলিত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছেন। জনগণের সংগঠিত শক্তির মুখে তারা শেষ পর্যন্ত সমাবেশ পণ্ড করে দিতে পারেনি।

বক্তারা সন্তু লারমাকে জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। প্রচণ্ড গরমেও মিছিলটি ছিল সুশৃঙ্খল ও সংগ্রামী চেতনায় তেজোদীপ্ত।

সমাবেশ বানচালের ষড়যন্ত্র

সেনাবাহিনী-সরকার ও তাদের লেজুর জনসংহতি সমিতি সমাবেশ বানচাল করে দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। সমাবেশের দিন সেনাবাহিনী ছিল বিশেষভাবে তৎপর। খাগড়াছড়ি-পানছড়ি সড়ক, খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়ক ও খাগড়াছড়ি-মহালছড়ি সড়ক বন্ধ করে দেয়া হয়। জিরো মাইল, চেঙ্গী ব্রিজ ও জামতলিতে সেনাবাহিনী চেকপোষ্ট বসায়। সেখানে সমাবেশের গাড়ি আটকিয়ে লোকজনকে চেক করা হয় ও সেখান থেকে সমাবেশ স্থল স্বনির্ভর পর্যন্ত হেঁটে যেতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়।

মানিকছড়িতে সেনারা ইউপিডিএফ সমর্থকদের বহন করা গাড়ি আটকায় ও রামগড়ে সমাবেশে যোগ দিতে আসা লোকজনকে হয়রানি করে।

জেএসএস-এর ন্যাক্কারজনক ভূমিকা

সমাবেশ বানচালের চেষ্টায় জনসংহতি সমিতির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক। সমিতির লোকজন পানছড়ি, দীঘিনালা ও কুদুকছড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় সমাবেশের দিন গাড়ি না চালানোর জন্য গাড়ির মালিকদের হুমকি দেয়। এজন্য এসব এলাকা থেকে কেউই সমাবেশে যোগ দিতে পারেনি।

৪ জুন জেএসএস পানছড়িতে এলাকার মুরুব্বীদের ডেকে এই বলে হুমকি দেয় যে, যারা মহাসমাবেশে যাবে তাদেরকে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলা হবে। প্রত্যেক গ্রামে লোকজনকে জানিয়ে দেয়া হয় যারা মহাসমাবেশের জন্য সাহায্য সহযোগিতা করবে তাদেরকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

কিন্তু জেএসএস এর এসব হুমকি সত্ত্বেও হাজার হাজার লোকজন সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য দুদুকছড়া, মণিপুর, পুজগাঙ, তালতলা ও লতিবানে জড়ো হয়।

জনগণ সব ধরণের বাধা উপেক্ষা করে মহাসমাবেশে যোগ দেবে এটা আঁচ করতে পেরে জেএসএস সদস্যরা মহাসমাবেশের আগের দিন অর্থাৎ ৬ জুন হরতালের ঘোষণা দেয়। ৭ জুন দুপুর ১২ টা পর্যন্ত পানছড়ি-দুদুকছড়ায় হরতাল বলবৎ করা হয়। গাড়ির ড্রাইভারদেরকে গাড়ি না চালানোর জন্য কড়া হুমকি দেয়।

দীঘিনালায় সরকার-মদদপুষ্ট জেএসএস সদস্যরা লোকজনকে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বলে যে, দীঘিনালা থেকে একটা পিপড়াও সমাবেশে যেতে পারবে না। সেখানে জনগণ খাগড়াছড়ির মহাসমাবেশে যোগ দিতে না পেরে নিজেরাই সমাবেশ করেন।

জেএসএস সদস্যরা কুদুকছড়ি ও রাঙামাটিতে টিকেট কাউন্টার বন্ধ করে দেয়। গাড়ি চলাচলে বাধা দেয়। মহাসমাবেশে যোগ দিতে না পেরে কুদুকছড়িতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাবেশ করেন।

২২মে সমাবেশের পোষ্টার লাগানোর দিন থেকে জেএসএস মহাসমাবেশটির বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা চালাতে থাকে। ঐদিন তারা চেঙ্গী স্কোয়ারে লাগানো পোষ্টার ছিঁড়ে দেয়। এতে ইউপিডিএফ সমর্থকরা প্রতিবাদ করলে জেএসএস-এর সদস্যরা মারমুখী হয়। পরে ইউপিডিএফ-এর সমর্থক ও সাধারণ লোকজন মিলে তাদেরকে ঐ এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়।

সেনাবাহিনী এই ঘটনাকে ব্যবহার করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তারা উক্ত ঘটনার জের ধরে ইউপিডিএফ নেতা কর্মিদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশের ওপর চাপ দেয়। সমাবেশ বানচাল করাই ছিল লক্ষ্য। পরে সেনাবাহিনীর চাপাচাপিতে পুলিশ পরদিন অর্থাৎ ২৩ মে ১৪ জন ইউপিডিএফ নেতা কর্মিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের সময় ইউপিডিএফ এর নেতৃবৃন্দ মহাসমাবেশ সফল করা বিষয়ে পার্টির সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সদস্যদের সাথে সভা করছিলেন। গ্রেফতারের পরই কেবল তাদের বিরুদ্ধে মামলা রজু করা হয়।

এরপর জনসংহতি সমিতি লোকজনকে সমাবেশে যোগদান থেকে বিরত রাখতে বিভিন্ন গুজব ছড়ায় ও হুমকি দিতে থাকে। ২৪ মে পুণ্যমনি চাকমা নামে একজন পিক-আপ ভ্যান চালককে অপহরণ করা হয়। অপহরণের কারণ ইউপিডিএফ-এর প্রচারণার কাজে তার গাড়িটি ভাড়া নেয়া। ২৭ মে পিসিপি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে যোগ দেয়ার কারণে মহালছড়িতে ১৫ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে জেএসএস-এর আস্তানা-খাস্ত মুজাছড়িতে ডেকে নিয়ে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয়। তাদেরকে ইউপিডিএফ আহুত মহাসমাবেশে যোগ না দেয়ার জন্যও হুমকি দেয়া হয়। ২৮ মে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা বাবুছড়ায় হামলা চালায়। সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় তাদের সশস্ত্র গ্রুপগুলো বিশেষভাবে তৎপর হয়। কমলছড়ি, মহালছড়ি, গুজজ্যাছড়িসহ ইউপিডিএফ সমর্থিত এলাকায় ব্যাপক সেনা মোতায়েন করা হয়। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যরা সমাবেশে অংশগ্রহণ না করার আহ্বান জানিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ করা একটি প্রচারপত্র বিলি করে। এই প্রচারপত্রে বলা হয়, যে তাদের আদেশ অমান্য করে সমাবেশে অংশগ্রহণ করলে তাকে নগদ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হবে ও উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। গ্রামে গ্রামে এই প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

সেনাবাহিনী ও জেএসএস-এর সশস্ত্র গ্রুপগুলোর তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার করা, যাতে তারা সমাবেশে অংশ নিতে উৎসাহী না হয়। কিন্তু সরকার-সেনাবাহিনী ও জনসংহতি সমিতির সকল ষড়যন্ত্র, হুমকি ও বাধা উপেক্ষা করে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইউপিডিএফ আহুত মহাসমাবেশে যোগ দেন। জ্যৈষ্ঠের কাঠফাটা রৌদ্রে দশ সহস্রাধিক নারী পুরুষ ভূমি বেদখল বিরোধী মহাসমাবেশে যোগ দিয়ে সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে এই বার্তাই পাঠিয়েছেন যে, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের দিন শেষ। চোরের দশ দিন গৃহস্থের একদিন। এতদিন সুবিধাবাদীরা ধান্দাবাজরা ও হরেক রকমের প্রতিক্রিয়াশীলরা লাফালাফি করেছে। এবার জনগণ জেগে উঠেছেন, এবার তারা প্রতিটি দাবি কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নেবেন। সুতরাং ষড়যন্ত্রকারী দত্তমুণ্ডের কর্তারা সাবধান।

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ অফিসে পুলিশী হামলা, ১৪ জন গ্রেফতার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি

২৩ মে পুলিশ খাগড়াছড়ির স্বনির্ভরস্থ ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের অফিসে হামলা চালিয়ে জেলা ইউনিটের নেতা প্রদীপন খীসাসহ ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। সকাল সাড়ে এগারটার দিকে পুলিশ অফিসে হানা দেয়। এ সময় পার্টির খাগড়াছড়ি ইউনিট নেতৃবৃন্দ ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে আহুত ৭ জুনের মহাসমাবেশ সফল করতে পার্টির অঙ্গ সংগঠন ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সাথে সভা করছিলেন।

গণ গ্রেফতার থেকে সাধারণ লোকজনও বাদ যাননি। দীঘিনালা থেকে আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে আসা ইন্দু বিকাশ চাকমাকেও পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। পুলিশী হামলার সময় তিনি ইউপিডিএফ অফিসের পাশে ছিলেন।

গ্রেফতারের পরই ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দকে থানায় নেয়া হয়। আটককৃতরা হলেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিটের নেতা প্রদীপন খীসা, নতুন কুমার চাকমা, রবি ত্রিপুরা, পাহাড়ি যুব ফোরামের সাবেক সভাপতি অপু চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি পুলক চাকমা, সাধারণ সম্পাদক অনি বিকাশ চাকমা, সদস্য ক্যাবিটেন চাকমা ও আরো তিন জন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমাকেও পুলিশ গাড়িতে ওঠায়, কিন্তু পরে ছেড়ে দেয়।

আটককৃত ইউপিডিএফ সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তাদেরকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে রাখা হয়েছে।

ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে আহুত ৭ জুনের মহাসমাবেশ বানচালের উদ্দেশ্যে ইউপিডিএফ সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এই সমাবেশ বানচালের জন্য সরকার ও সন্তু চক্র এক জোট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। গ্রেফতারের আগের দিন অর্থাৎ ২২ মে সরকার মদদপুষ্ট সন্তু বাহিনী চেঙ্গী স্কোয়ারে ৭ জুনের পোষ্টার ছিঁড়ে দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ-এর সমাবেশ পণ্ড করে দেয়ার ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন পাহাড়ি গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ সম্মেলন পুলিশ ও জেএসএস বানচাল করে দেয়। যৌথ সম্মেলনের স্থান যেখানে ঘোষণা করা হয়, সেখানেই একই দিন একই সময়ে সমাবেশ করার কথা ঘোষণা করে জেএসএস-এর লোকজন। এরপর পুলিশ উক্ত স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করে। দুই সংগঠন সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন করার পরও পুলিশ বিনা উস্কানিতে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে দুই জনকে হত্যা করে। একই বছর ২২ অক্টোবর বাবুছড়ায় সেনা হামলার প্রতিবাদে আহুত সমাবেশও জেএসএস পুলিশ বানচাল করে দেয়। এর পর চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান অত্যন্ত বর্বরভাবে পণ্ড করে দেয়া হয়। মধ্যরাতে পুলিশ লাল দীঘি ময়দানে অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত প্যান্ডেল ভেঙ্গে দেয়। অনুষ্ঠানে তিন পার্বত্য জেলা ও চট্টগ্রামের বন্দর থেকে যোগ দিতে আসা ইউপিডিএফ কর্মি ও সমর্থকদের গণ হারে গ্রেফতার করে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য রান্না দুপুরের খাবার পর্যন্ত মাটিতে ছিটিয়ে নষ্ট করে দেয়। পার্টি যাতে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন চালাতে না পারে, জেএসএস-এর আত্মসমর্পণের পর নতুনভাবে যাতে গণআন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য ইউপিডিএফ এর ওপর দমন পীড়ন অব্যাহত থাকে।

পিসিপির ১৪ কর্মি সমর্থকের মুক্তির দাবিতে খাগড়াছড়িতে মিছিল ও সমাবেশ

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি ২১মে খাগড়াছড়িতে তাদের ১৪ জন কর্মি ও সমর্থকদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এদেরকে তার আগের দিন অর্থাৎ ২০ মে পিসিপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে ফেরার পথে দীঘিনালা থেকে জেএসএস-এর সদস্যরা অপহরণ করেছিল।

মিছিলটি স্বনির্ভর এলাকা থেকে শুরু হয়ে শাপলা চত্বর যাওয়ার পথে চেঙ্গী স্কোয়ারে পুলিশী বাধার সম্মুখীন হলে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মিছিলটি কলেজ পাড়ার ভিতর দিয়ে স্টেশন ও খবংপুজ্যা হয়ে আবার স্বনির্ভরে ফিরে আসে। সেখানেও একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি রূপন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক রিকো চাকমা।

নেতৃবৃন্দ পিসিপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে যোগ দিতে আসা অপহৃত কর্মি ও সমর্থকদের মুক্তির দাবি জানান এবং অপহরণকারী জেএসএস সদস্যদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসনের নাকের ডগায় দীঘিনালায় রিবেং ক্লাবে জেএসএস সদস্যরা নির্বিঘ্নে অপহরণ, চাঁদাবাজি, খুনসহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজ করে যাচ্ছে। অথচ পুলিশ এ ব্যাপারে কিছুই করছে না।

নেতৃবৃন্দ এর পরিণাম শুভ হবে না উল্লেখ করে বলেন, সেনাবাহিনী ও প্রশাসন যদি জেএসএস-কে মদদদান বন্ধ না করে ও তাদের অপকর্মে সম্মতিবাচক মনোভাব ত্যাগ না করে, তাহলে সেক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের উদ্যোগে জেএসএস-এর এ সব অপকর্ম রোধে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হবে।

রামগড়ে গরীব পাহাড়িদের জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র

চাষী মং,

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় থানাধীন খাগড়াবিল এলাকার রূপাইছড়ি ও স্কুল পাড়াতে অনুপ্রবেশকারীরা পাহাড়িদের বাগান ও জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র করছে। উক্ত গ্রামের বেতাথং মারমা, রূপেন্দ্র ত্রিপুরা, রমিন ত্রিপুরা, খগেন্দ্র চন্দ্র ত্রিপুরা ও আপ্রু মারমার আম কাঁঠালের বাগান বাগিচাগুলো সেটলাররা নিজেদের জায়গা দাবি করে কেটে সাফ করে দিচ্ছে। এতে সহযোগিতা করছে মহসিন সিকদার, মোঃ হাসেম মেম্বার ও জামশেদ। এরা জুম্মদের জায়গাগুলো বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

এ ষড়যন্ত্রে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার (এমপি) বড় ভাই মোস্তাফা হোসেনেরও হাত রয়েছে। সে পাহাড়িদের জায়গা জমি বেদখলের জন্য সেটলারদের নিয়মিত উস্কানি দিয়ে থাকে।

সেনা নির্যাতন

গত ২০ মে শুক্রবার ভোর ৫টা নাগাদ সিন্দুকছড়ি জোনের অধীন পাতাছড়া ক্যাম্প অধিনায়ক ৪০ জন সৈন্য নিয়ে রামগড় থানার মরাকাইলা নামক স্থানে রাঙাচুলা কার্বারির বাড়িতে হামলা চালায়। সেদিন কার্বারী বাড়িতে ছিলেন না। সেনারা তাকে না পেয়ে তার ছেলে যুদ্ধ কুমার চাকমার (৩৫) ওপর ভীষণভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায়। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং যাওয়ার সময় নগদ ১,৭০০ টাকা, হাঁস ৫টি ও দা, কুড়ালগুলো লুট করে নিয়ে যায়। হামলার সময় সেনাদের সাথে কয়েকজন সেটলার বাঙালীও ছিল।

নির্যাতনের পর যুদ্ধ কুমার এখনো সুস্থ হয়ে ওঠেনি। চিকিৎসা করার মতো সামর্থ্যও নেই।

২০ মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে সমাবেশের কর্মসূচী ছিল। ঐ কর্মসূচীতে যাতে সেখান থেকে লোকজন অংশগ্রহণ করতে না পারে সেজন্য ভীতি সঞ্চার করতে এভাবে হামলা চালানো হয়েছে বলে লোকজন এমন ধারণা পোষণ করছে।

সেনারা স্বাধিকারের কপি কেড়ে নিয়েছে

গত ২০ মে ২০০৫ মাজলং বাজার থেকে ২০ বেঙ্গলের সেনা জোয়ানরা বিক্রেতার কাছ থেকে স্বাধিকার পত্রিকার কপি ছিনিয়ে নেয় এবং মারধর করে।

ঐদিন বাঘাইছড়ি থানার সাজেক ইউনিয়নের মাজলং বাজারের সাপ্তাহিক হাট দিবস। মিলন ত্রিপু চাকমা (২০) নামে ইউপিডিএফ-এর এক শুভার্থী স্বাধিকার ৩২তম সংখ্যার কপি বিক্রি করছিল। নন্দরাম আর্মি ক্যাম্প (প্রকাশ টাইগার টিলা ক্যাম্প) থেকে মাজলং বাজারে আসা এক দল সেনা জোয়ান মিলন ত্রিপুকে স্বাধিকার বিক্রি করতে দেখে তার উপর চড়াও হয়। সেনা সদস্যরা তার হাত থেকে ৬ কপি স্বাধিকার কেড়ে নেয় এবং স্বাধিকার বিক্রির জন্য মারধর করে। দৈহিক নির্যাতন করার পরও সেনারা তাকে অপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন আবোল তাবোল প্রশ্ন করে হয়রানি করে।

উল্লেখ্য, নন্দরাম আর্মি ক্যাম্পটি দুই আড়াই মাস আগে স্থাপন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সেখানে কোন আর্মি ক্যাম্প ছিল না।

কাউখালিতে সেটলার কর্তৃক জমি বেদখল চলছে

রাঙামাটির কাউখালির ঘদুতাতলি ও গাছ ডাবা নামক এলাকায় প্রশাসনের ইন্ধনে ২০০ সেটলার পরিবার পাহাড়িদের জমিতে জোর করে বসতি স্থাপন করছে। ইতিমধ্যে তারা ঘরবাড়ি নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে। পাহাড়ি জমির মালিকরা প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না, কারণ সেটলাররা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর হুমকি দিচ্ছে।

ঘদুতাতলি ও গাছ ডাবা এলাকায় নতুন করে বসতিস্থাপনের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে অভিযোগ করা হলেও আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সেটলাররা প্রত্যেক দিন দল বেঁধে এসে ঐ এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা পাহাড়িদের বাগিচার মূল্যবান গাছ বাঁশ কেটে নিয়ে যাচ্ছে ও বাগান জ্বালে করে দিচ্ছে।

জনগণ এর প্রতিকার চায়।

দাঁড়িয়ে সালাম না দেয়ায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন কোন ক্যাম্প কমান্ডার জোর করে লোকজনের কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে চান। সমতলে যাদের কানাকড়িও সম্মান নেই, পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা এক একজন সম্রাট! এরা পাহাড়িদেরকে মানুষ বলে মনে করে না। পাহাড়িদের তারা পা মাড়িয়ে চলে। যুক্তি তর্ক করা বা অধিকারের কথা বলা মানে তো রীতিমত অপরাধ। এমন কি সালাম না দেয়াও বড় ধরনের অপরাধ।

২০মে ছিল মাজলং বাজারের হাট দিবস। বাজারের পার্শ্ববর্তী এগোজ্যাছড়ির বাসিন্দা এগ্রেতো চাকমা, ২২, (পিতা অনেন্দ্র চাকমা) তার নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে (মাজলং বাজারের কাছে রাস্তার পাশে) তামাক খাচ্ছিলেন। এমন সময় রুইলুই থেকে ২০ -২৫ জনের মতো এক দল বিডিআর (৩২ ব্যাটেলিয়ন) বাজারে যাচ্ছিল। তারা প্রায়ই এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করে থাকে এবং তাদের অনেকের সাথে স্থানীয় গ্রামবাসীদের পরিচয়ও রয়েছে। সুতরাং বিডিআর সদস্যরা আসা যাওয়া করবে, আর গ্রামবাসীরা যে যার কাজে ব্যস্ত থাকবে সেটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সেদিন বাজারে যাওয়ার পথে একজন বিডিআর কোন কারণ না দেখিয়ে বাড়িতে ঢুকে এগ্রেতো চাকমাকে ইচ্ছে মতো বুট জুতো দিয়ে লাথি মেরে আধমরা অবস্থায় রেখে যায়।

পরে গ্রামবাসীরা কেন তাকে এভাবে মারধর করা হয়েছে তা জানতে চাইলে, স্থানীয় রুইলুই বিডিআর ক্যাম্পের সুবেদার জুলফিকার বললেন, "আপনারা চিনেন না, উনি আমাদের ব্যাটেলিয়নের টু-আই.সি. (সেকেন্ড ইন কমান্ড)। সাহেবকে দেখা মাত্র দাঁড়িয়ে সালাম না দেয়ায় তিনি রেগে গিয়েছেন। বুঝেন না, আমাদের স্যারেরা তো নিরীহ লোকের সুখ দুঃখ জানেন না। তারা চান সালাম আর সালাম। সালাম পাওয়াই হলো উনাদের জীবন। আর সালাম দেয়াই হলো আপনাদের নিয়তি।"

উক্ত সাহেবের (টু-আইসি) নাম আব্দুল মজিদ বলে জানা গেছে।

কাউখালীতে আঞ্চলিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সামাজিক কু-সংস্কার ও অবক্ষয়ের কবল থেকে বেরিয়ে আসুন, দিন বদলের নয়া আন্দোলন সংগ্রামে যোগ দিন - এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গেল ২৬ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটির কাউখালির তালুকদার পাড়ায় দিন ব্যাপী এক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইউপিডিএফ কাউখালি ইউনিট এই সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ রাঙামাটি ইউনিটের প্রধান সমন্বয়কারী রুইখই মারমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলার প্রধান সমন্বয়ক সচিব চাকমা, পাহাড়ি যুব ফোরামের দপ্তর সম্পাদক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল চাকমা (জিশু) প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউপিডিএফ রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সদস্য সচিব শান্তি দেব চাকমা।

প্রথমবারের মতো যুব সম্মেলন এলাকায় ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। সহস্রাধিক যুবক ও যুব-মহিলা এই সম্মেলনে অংশ নেন।